পরাভাষা শিক্ষা : প্রথম পাঠ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩-এ 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর সম্পাদকীয় পাতায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর একটা লেখা বেরিয়েছিল : ''যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরাভাষায় প্রতিবাদ জানালেন দেরিদা ''। সেটা পড়ে পরিক্ষিতের প্রাণটা হু হু করে উঠল। কী সব দারুণ দারুণ কথা : ''অস্তিত্বের অনপনেয় আশঙ্কা'', ''অরব সমীহা জ্ঞাপন'', ''ঐহিক-চিন্ময় অবস্থিতি'' .....। পরিক্ষিতের মনে হলো , লিখলে এইরকমই লিখতে হয় -- যা পড়ে ঠিক বোঝা যাবে না, কিন্তু ভীষণ ভাবময় শোনাবে।

পরিক্ষিতের সমস্যা হলো : এমন লিখতে শেখা যায় কী করে ? এর কি কোনো ক্র্যাশ কোর্স্ হয় না ? নিশ্চয়ই হয়। পরিক্ষিত ও তার মতো ছেলেমেয়েদের জন্যে এবার সেই কথাই লিখছি।

১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাসচিব ছিলেন রবার্ট ম্যাকনামারা। তাঁর সময় থেকেই এমন কেতার চল হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন : আধুনিকোত্তর লেখকরাই এক নতুন প্রাণহরা ভাষ্য সৃষ্টি করেছেন। ধারণাটা ভুল ; ঝটপট গ্রাম্ভারি শব্দগুচ্ছ তৈরির কল প্রথম উদ্ভাবন করেছিল কানাডা-র প্রতিরক্ষা দপ্তর। এখনকার কিছু লেখক না-জেনে তারই জাবর কাটছেন।

শব্দগুচ্ছ বা 'ফ্রেজ '(phrase) বলতে বোঝায় এমন বাক্যাংশ যার মধ্যে কোনো ক্রিয়াপদ নেই। একের পর এক এমন শব্দগুচ্ছ তৈরির কায়দাটা এইরকম : তিনটি সারিতে দশ-দশ করে মোট তিরিশটি শব্দ থাকবে (০,১, ২, ...৯)। প্রত্যেক সারি থেকে একটি করে শব্দ বেছে নিতে হবে , এছাড়া আর কোনো বিশেষ নিয়ম মানতে হবে না। প্রথম সারির চতুর্থ শব্দ, দ্বিতীয় সারির অষ্টম শব্দ, তৃতীয় সারির দ্বিতীয় শব্দ নিলেও চলবে। তাহলে সংখ্যাটা দাঁড়াবে ৩৭১। এই সংখ্যাটা যদি পছন্দ না হয় তাহলে তিন অঙ্কের অন্য যে-কোনো সংখ্যা ভাবুন : ৪২৮, ৬৫০, ৯৯৯, ...। চোখ বুঁজে তেমন একটা সংখ্যা ভেবে, সেই অনুযায়ী তিনটি সারি থেকে সেই তিনটি শব্দ পাশাপাশি লিখে ফেলুন। তারপর দেখুন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়।

তিন সারির শব্দগুলি এই

প্রথম সারি	**দ্বিতীয় সারি**	**তৃতীয় সারি**
০. সর্বাধিক	০. বহিঃস্থ	০. চলিষ্ণুতা
১. উপযোগী	১. নান্দনিক	১. প্রেক্ষিত
২. পরাযৌক্তিক	২. আত্মিক	২. বিন্যাস
৩. প্রাগাধুনিক	৩. আধিবিদ্যক	৩. বাস্তবতা
৪. অন্তরঙ্গ	৪. জাতীয়	৪. দ্বন্দ্ব
৫. প্রগৌণ	৫. তত্ত্বীয়	৫. চেতনা
৬. উভয়তোমুখী	৬. গাঠনিক	৬. বিকর্ষণ
৭. বহুমাত্রিক	৭. নাগরিক	৭. স্তরায়ণ
৮. আর্থ-সামাজিক	৮. যৌগিক	৮. অভিযোজন
৯. আনুপূর্বিক	৯. সমবর্তিত	৯. প্রাণনা

এবার পরখ করে দেখুন। প্রথমে কোন্ সংখ্যাটা বাছা হয়েছিল ? ৩৭১ ? তাহলে শব্দগুচ্ছটি হবে : ''প্রাগাধুনিক নাগরিক প্রেক্ষিত ''। তার পরের সংখ্যা ? ৪২৮ = ''অন্তরঙ্গ আত্মিক অভিযোজন '', ৬৫০ = ''উভয়তোমুখী তত্ত্বীয় চলিষ্ণুতা '', ৯৯৯ = ''আনুপূর্বিক সমবর্তিত প্রাণনা ''।

ব্যস্ , এই একটা কায়দা শিখিয়ে দিলুম। এবার মনের সুখে একটা করে তিন অঙ্কের সংখ্যা ভাবুন আর লিখে চলুন : ''পরাযৌক্তিক গাঠনিক স্তরায়ণ'', ''প্রগৌণ আধিবিদ্যক বিকর্ষণ'' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে মোট এক হাজার শব্দগুচ্ছ তৈরি করা যাবে ; আর প্রত্যেক সারিতে আরও পাঁচটা করে শব্দ বাড়ালে (যেমন ঋদ্ধ, নির্বেদ, রিক্থ, ইত্যাদি), শব্দগুচ্ছর সংখ্যা দাঁড়াবে তিন হাজার তিনশ পঁচাত্তর ; তার ওপর আরও পাঁচটা করে বাড়ালে, অর্থাৎ প্রত্যেক সারিতে কুড়িটা করে শব্দ থাকলে , আট হাজার শব্দগুচ্ছ 'সঞ্জনন' করা সম্ভব। বিশ্বাস না হয়, হিসেব করে দেখুন।

{ Sir Ernest Gowers : *The Complete Plain Words* -এর দ্বিতীয় (১৯৭৩) ও তৃতীয় (১৯৮৬) সংস্করণে ইংরিজি buzz-phrase generator- এর নমুনা আছে। সেটি দেখে আমার অনুরোধে তার একটি বাংলা বাঙলা সংস্করণ তৈরি করেছিলেন শ্রীমান বোধিসত্ত্ব কর। অল্প অদলবদল করে সেটিই ওপরে দেওয়া হলো। }